JAN. 29 2001

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

দৈনিক ইনকিলাব

বেসরকারী শিক্ষকদের আন্দোলন
প্রত্যাশা ও দাবী

গোটা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে শতকরা ৯৫ ভাগ ভূমিকা পালন করে বেসরকারী শিক্ষকবৃন্দ। এই কৃতিত্ব সহনশীল বেসরকারী স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের। এই হিসেবে দ্বিমত পোষণ করলে তাকিয়ে দেখুন, থানা পর্যায়ে ক'টা করে সরকারী হাই স্কুল ও কলেজ আছে? এত বড় ভূমিকা যারা পালন করেন তারা নিয়মিত বেতন পান না। শুনলে হাসি পায়, বাড়ী ভাড়া বাবদ তারা পায় মাত্র ১০০ টাকা। চিকিৎসা ভাতাও তথৈবচ। কোন্ আগ্রহে আমাদের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে মেনে নেবে? বর্তমান্ সরকার ক্ষমতায় যাবার প্রাক্কালে আন্দোলনরত বেসরকারী শিক্ষকদের অনশন ভঙ্গ করেছিলেন এই আশ্বাস দিয়ে যে, আমরা ক্ষমতায় গেলে আপনাদের আর আন্দোলন করতে হবে না, কমলার রস পান করিয়ে এই অনশন ভাঙেন। ভদ্র শিক্ষক সমাজ সেদিন ওই আশ্বাসকে বিশ্বাস করেছিল।

বেসরকারী শিক্ষকদের আন্দোলন চলাকালে অনেকবার শিক্ষামন্ত্রী এবং সরকার প্রধান বলেছেন যে, বেতনের ১০০% অংশই সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ধৈর্যশীল শিক্ষক সমাজ তাই বিশ্বাস করে আন্দোলন থেকে বিরত থাকেন এবং প্রতীক্ষা করতে থাকেন শেষ বাজেটের দিকে। সরকার কৌশলের আশ্রয় নিয়ে একটা সুন্দর ভাষায় বলেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে 'থোক' বরাদ্দ করা হল। শিক্ষকদের কপালে এই 'থোক' কি কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে? শিক্ষকরা বুঝেছেন কাঁহাতক চালাক সরকার। তাই বাধ্য হয়েই তারা অবিরাম ধর্মঘটে নেমেছেন। কিছু দালাল শিক্ষক নেতা সেজে আন্দোলন বানচাল করে বারবারই। তারা ফায়দা লুটে ভালই অর্জন করে। আন্দোলনরত শিক্ষকদের দাবী অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

এবার বলি আরেকটা হাস্যকর এবং দুঃখজনক কথা। ৮ বছর পূর্ণ হলেই কলেজের শিক্ষক একটা ইনক্রিমেন্ট পান এবং 'সহকারী অধ্যাপক' পদে উন্নীত হবেন– এটাই নিয়ম। কিন্তু সরকারের একটা কুৎসিত বাধা হল সবাই পাবে না প্রতি ২০ জনে ৩ জন পাবেন। এর কোন যুক্তি নেই। এই হবুচন্দ্র মার্কা নিয়মের যাঁতাকলে পড়ে আছেন অনেক শিক্ষক। সরকার জানিয়েছিল যে, এগুলোও সক্রিয়ভাবে দেখবেন। একটা মিনিমাম যুক্তি বজায় রেখে কথা বললেও বেসরকারী শিক্ষকবৃন্দ স্বস্তিতে-আনন্দে চাকুরি করতে পারেন। দেশের সাধারণ গণমানুষ এতসব খবর রাখেন না। বেসরকারী শিক্ষকদের চাকরি শেষে হাতে হ্যারিকেন নিয়ে পড়ন্ত বিকেলে ছেলেপেলের সংসারে প্যারাসাইট হয়ে দিন কাটাতে হয়– এটাই বাস্তব। 'কল্যাণ ট্রাস্ট' নামে একটা ফান্ড আছে। আজ পর্যন্ত এটা পরিষ্কাররূপে শিক্ষকদের হাতে হাতে পৌছল না। হল না বাস্তব এবং ফলংপ্রসূ নীতিমালা। কি আশায় শিক্ষকরা কাজ করছেন, মূল্যবান জীবন এই মহান পেশায় নিয়োজিত করবেন? সরকার এখন দ্বিতীয় টার্মের জন্য ইলেকশন গবেষণায় ব্যস্ত। তা না হলে শিক্ষকদের আন্দোলনে সাড়া দিতেন। সরকার ক্ষমতায় আসার আগে 'বেতন কাঠামোর বৈষম্য দূর' করার জন্য খুবই আগড়ুম বাগড়ুম করেছিলেন। কিন্তু এখন চুপচাপ। 'ডক্টর কুদরত-ই-খুদা' শিক্ষানীতি প্রবর্তন করার জন্য খুবই বাক বাকুম করতেন, তারও কোন গন্ধ নেই। এখন বলছেন শিক্ষকদের অতিরিক্ত বেতন দেয়া হচ্ছে। এতদিনে সরকারের থলির বেড়াল বেড়িয়ে পড়েছে। বেসরকারী শিক্ষকবৃন্দ মরিয়া হয়ে শেষমেষ আন্দোলনে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এক সময়ে তারা ৩ মাস অতিক্রম করার পর ৩ মাসের বেতন এক সঙ্গে পেতেন। এরশাদ সরকারের আমলে ওই নীতি ভেঙে মাসের বেতন মাসে দেয়া হবে– এমনটা ধারণা হয়েছিল। বাস্তবে দেখা গেল প্রায় ২ মাসের মাথায় ১ মাসের বেতন পেতে শুরু করেন শিক্ষকবৃন্দ। কখনও তারা ৩ মাসের মাথায় এসে ১ মাসের বেতন পেতেন। খালেদা জিয়ার আমলেও ওই ধারা অব্যাহত ছিল। শেখ হাসিনার কালচারও তাই। অভাবী শিক্ষক সমাজ একটা আশার আলো দেখেছিলেন এই সরকারের মুখে। কিন্তু তারা রীতিমত হতাশ হয়েছেন। সর্বনাশ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এটা যত সহজে সরকার বুঝবেন ততই মঙ্গল। অবাক হবার কিছু নেই পৃথিবীর কোন কোন দেশে শিক্ষকদের মাসের বেতন প্রতিমাসের ২৫ কিংবা ২৬ তারিখে দিয়ে শিক্ষকদের উৎসাহিত করেন। তাদের দর্শন হল– 'এটা আমাদের পুঁজি বিনিয়োগ ব্রেইনের ক্ষেত্রে যা পরবর্তীতে আমরা রিটার্ন হিসেবে পেয়ে থাকি।' চিন্তাধারার কত তফাৎ!

স্বাধীনতার পরে এতগুলো বছরেও আমরা শিক্ষকদের সঙ্গে এমন অসঙ্গত আচরণ লক্ষ্য করছি। শিক্ষকদের এসব ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। এবার বলি– ইসলামে শ্রমিকের পাওয়া তার শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই দিয়ে দিতে বলা হয়েছে। আমাদের সরকার কোন পথেই নেই। মাস যাবার আগে তো কল্পনাও করা যায় না। ইসলামী দর্শনে তো নেইই বরং ৩ মাসের শেষে ১ মাসের অনুদান সে দিয়ে থাকে। এই খামখেয়ালীতে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা মন্থর হতে বাধ্য। শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়ে ক্ষমতায় থাকার এটা একটা পরোক্ষ নীলনকশা বললে অত্যুক্তি হবে না। সবাই জানেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল বীজ নিহিত আছে শিক্ষায়। আজকের বাংলাদেশের চারদিকে ধ্বংসের একমাত্র প্রতিকার শিক্ষা। বলা হয়ে থাকে সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দেব কোথা?

এই ওষুধই হল প্রকৃত শিক্ষা। আর এই শিক্ষা বিতরণের কারিকুলামে শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন কাঠামো একটা আবশ্যিক পূর্বশর্ত। তাই আমাদের আন্তরিক আহবান এবং অনুরোধ– সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতি, দেশকে হংকংয়ের মত উন্নত করতে চাইলে বাস্তবতার নিরিখে শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি কর্ণপাত করুন। তা না হলে শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না।

শিক্ষা বিতরণের কারিকুলামে শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন কাঠামো একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত

□ মোঃ নূরুল ইসলাম

প্রভাষক, কালিয়াকৈর ডিগ্রী কলেজ, গাজীপুর।